অস্থায়ী কার্যালয় :
৯/১৮ ইস্টার্ন প্লাজা, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫

গঠনতন্ত্র

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ওল্ড স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (REOSA)

গঠনতন্ত্র

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ওল্ড স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (REOSA)

[সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত]

১৮ জুলাই ২০১৭

সম্পাদনায় :

প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম ফিরোজ

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, রিওসা

অস্থায়ী কার্যালয় :

৯/১৮ ইস্টার্ন প্লাজা, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫

ভূমিকা

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ওল্ড স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (রিওসা) এর বর্তমান গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় গঠনতন্ত্রের 'ধারা ২১' অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান সংশোধনী সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩ই জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত রিওসা নির্বাহী কমিটির সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য রিওসা'র প্রাক্তন সভাপতি প্রকৌশলী শাহ্ খালেদ রেজাকে ('৬৫ সিরিজ) আহ্বায়ক; প্রকৌশলী মুসবাহ্ আলিম ডেইজি ('৭১ সিরিজ), প্রকৌশলী মেসবাহুর রহমান টুটুল ('৭৪ সিরিজ), প্রকৌশলী এম.এ. ওহাব ('৭৮ সিরিজ) ও প্রকৌশলী ফিরোজ আলম তালুকদারকে ('৯২ সিরিজ) সদস্য এবং প্রকৌশলী সুখরঞ্জন সুতারকে ('৮০ সিরিজ) সদস্য-সচিব করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভায় সাব-কমিটি সংশোধনীর খসড়া উপস্থাপন করে। ৫ মার্চ ২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভায় উল্লিখিত সংশোধনী কিছু সংযোজন ও বিয়োজনসহ গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৮ জুলাই ২০১৭ খ্রি. তারিখে আইইবি সদরদপ্তর, ঢাকা'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে সাধারণ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আরও কিছু পরিবর্তন সহ সর্বসম্মতিক্রমে গঠনতন্ত্রটি গৃহীত হয়।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ আকরামুজ্জামান
সভাপতি
রিওসা ২০১৬-১৮

প্রকৌশলী সাদে উদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
রিওসা, ২০১৬-১৮

অনুচ্ছেদ :

১। নাম/সংজ্ঞা
২। ঠিকানা
৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম
৫। সদস্য পদ
৬। সাংগঠনিক কাঠামো
৭। বিভিন্ন পরিষদ/কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা
৮। বিভিন্ন পরিষদ/কমিটির সভা
৯। বিভিন্ন পরিষদের মেয়াদ কাল
১০। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা
১১। শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা
১২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল ও কো-অপশন
১৩। তহবিল গঠন
১৪। তহবিল পরিচালনা
১৫। তহবিল খরচ
১৬। শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের তহবিল খরচ
১৭। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের হিসাবরক্ষণ পরীক্ষা
১৮। শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা
১৯। নির্বাচন : কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন
২০। শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের নির্বাচন
২১। গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন

উপ-বিধি (Bye-Laws)

১.১ নাম/সংজ্ঞা :

ভূতপূর্ব রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বি আই টি রাজশাহী ও বর্তমান রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (RUET) হতে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের নাম হবে বাংলায় রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ওল্ড স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে রিওসা।

১.২ ইংরেজীতে Rajshahi Engineering Old Students' Association সংক্ষেপে REOSA।

২.০ ঠিকানা :

এই সংগঠনের অস্থায়ী ঠিকানা : ৯/১৮ ইস্টার্ন প্লাজা, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড (সোনারগাঁও রোড), ঢাকা-১২০৫।

৩.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

৩.১ দলমত নির্বিশেষে একটি অরাজনৈতিক পেশাজীবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

৩.২ বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির উন্নয়নে দেশে ও বিদেশে কার্যক্রম গ্রহন করা।

৩.৩ পেশাগত মান উন্নয়নে কাজ করা।

৩.৪ পেশাগত আচরণ, নীতিমালা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

৩.৫ সদস্যদের মাঝে পেশাগত জ্ঞানের বিনিময় করা।

৩.৬ সদস্যদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করা।

৩.৭ সদস্যদের কল্যাণ সাধন করা।

৩.৮ দেশে ও বিদেশে অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন, প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করা ও দেশ এবং পেশার স্বার্থে তা প্রয়োগ করা।

৩.৯ দেশ গঠনমূলক কাজে প্রকৌশলীদের একত্রিত করা।

৩.১০ প্রকৌশলীদের পেশাগত অধিকার সমূহ সংরক্ষণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

৩.১১ দেশের উন্নয়ন কাজে নতুন চিন্তাধারা সংযোজন করা এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করা।

৩.১২ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৪.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম :

৪.১ সংগঠনের সদস্যগণের একক বা যৌথ সমস্যার সমাধান করা, সমাধান করার জন্য সুপারিশ করা এবং প্রয়োজন মত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেয়া।

৪.২ সমস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অন্যান্য প্রকৌশল সংস্থার সংগঠন বা যে কোন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

৪.৩ সংগঠনের উদ্দেশ্যসমুহ বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহন করা।

৪.৪ বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।

৪.৫ সাময়িক পত্রিকা বা বুলেটিন প্রকাশ করা।

৪.৬ পুনর্মিলনী আয়োজন করা।

৫.০ সদস্য পদ :

৫.১ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়/ বি আই টি রাজশাহী/ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (RUET) হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত যে-কোন প্রকৌশলী এই সংগঠনের আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য বা সহযোগী সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

৫.২ REOSA তে তিন ধরনের সদস্য থাকবেন।

৫.২.১ আজীবন সদস্য :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এককালীন চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে আজীবন সদস্য হওয়া যাবে।

৫.২.২ সাধারণ সদস্য :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করে সাধারণ সদস্য হওয়া যাবে ।

৫.২.৩ সহযোগী সদস্য :

রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়/ বি আই টি রাজশাহী/ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (RUET) হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত যে-কোন প্রকৌশলী, কিন্তু সাধারণ সদস্য বা আজীবন সদস্য হননি, সহযোগী সদস্য বলে গণ্য হবেন। সহযোগী সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। নিবন্ধিত হওয়া সাপেক্ষে সহযোগী সদস্যগণ রিওসা'র অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৫.৩ সদস্য হবার নিয়ম :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণ ও উপবিধি অনুযায়ী চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন যে-কোন প্রকৌশলী সংঠনের আজীবন/সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

৫.৪ সদস্যের অধিকার ও দায়িত্ব :

৫.৪.১ যে কোন সদস্যের তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নির্ধারিত সভায় অংশগ্রহণ করার, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে।

৫.৪.২ যে কোন সদস্য চাকুরী ও পেশা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫.৪.৩ সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলা, স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, পেশার মর্যাদা রক্ষা ও উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া, সিদ্ধান্ত মেনে চলা সকল সদস্যের দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

৫.৪.৪ সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫.৫ সদস্য পদ প্রত্যাহার :

যে কোন সদস্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী সাধারণ সভায় সেই সদস্যের সদস্যপদ প্রত্যাহারের কারণ অবহিত করবেন।

৫.৬ সদস্য পদ স্থগিত :

কোন সদস্যের নূন্যতম দু'বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে ঐ সদস্যের সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত বলে গন্য হবে।

৫.৬.১ সদস্য পদ নবায়ন :

সাময়িক স্থগিত সদস্য পদ সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে নবায়ন করা যাবে।

৫.৭ সদস্য পদ বাতিল :

৫.৭.১ কোন সদস্য নৈতিক স্খলিত, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, অসদাচরণ, অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতীয়মান হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশে সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হলে, তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে।

৫.৭.২ আইইবি'র সদস্য পদ বাতিল/খারিজ হলে সদস্য পদ বাতিল হবে।

৫.৭.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে অথবা উক্ত সদস্যের কোন কাজ যদি সংগঠনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয় তবে বিধি মোতাবেক তাঁর সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।

৫.৭.৪ সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নৈতিক বা চরিত্রগত কোন অপরাধ প্রমাণিত হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত সদস্যের সদস্য পদ সাময়িকভাবে বা চিরতরে

স্থগিত যা পরবর্তী সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৫.৭.৫ ৫.৭.১, ৫.৭.২, ৫.৭.৩ ও ৫.৭.৪ এর বিবেচনায় কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে সাধারণ সম্পাদক ৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন।

৫.৭.৬ জবাব সন্তোষজনক না হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সুপারিশ সহ সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তী সাধারণ সভায় অভিযোগ উত্থাপন করবেন।

৫.৭.৭ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সাধারণ সভায় চুড়ান্তভাবে গৃহীত হতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৬.০ সাংগঠনিক কাঠামো :

৬.১ **সাধারণ পরিষদ :** সকল সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

৬.২ **উপদেষ্টা পরিষদ :** নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে,

সভাপতি, রিওসা- পদাধিকার বলে পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন।

সাধারণ সম্পাদক, রিওসা- পদাধিকার বলে পরিষদের সচিব হবেন।

সদস্যগণ-

উপাচার্য, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (নূন্যতম অধ্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন)।

প্রেসিডেন্ট, আই ই বি অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (যে কোন ভাইস প্রেসিডেন্ট)।

আইইবি বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনোনীত বোর্ড সদস্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (রিওসা সদস্য হওয়া সাপেক্ষে)।

সরকারি, আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি'র প্রধান (রিওসা সদস্য হওয়া সাপেক্ষে)।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত রিওসা'র ১০ জন জ্যেষ্ঠ সদস্য।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত ০৫ জন বেসরকারি সংস্থা প্রধান (রিওসা সদস্য হওয়া সাপেক্ষে)।

৬.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ :

সভাপতি	০১ জন
সহ-সভাপতি	০৫ জন
সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০৫ জন
অর্থ সম্পাদক	০১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	০৮ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
সহ-দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন
সহ-শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
সদস্য	২৬ জন
সদস্য, পদাধিকার বলে (শাখা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক)	--
সদস্য, গত দুই মেয়াদের সভাপতি (পদাধিকার বলে)	০২ জন
সদস্য, গত দুই মেয়াদের সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে)	০২ জন
মোট	**৬১ জন বা অধিক**

৬.৪ শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদ :

কোন জেলায় / স্থাপনায় কর্মরত রিওসা'র সদস্য সংখ্যা ২০ জন বা তদুর্ধ্ব হলে

সেই জেলা / স্থাপনায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে শাখা পরিষদ গঠন করা যাবে। যার সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

চেয়ারম্যান	০১ জন
ভাইস চেয়ারম্যান	০১ জন
সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	০১ জন
সদস্য	০৩ জন

৬.৫ প্রতিনিধি পরিষদ :

প্রতি সিরিজের প্রতি ডিপার্টমেন্ট থেকে দুই জন করে সদস্য সমন্বয়ে প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে যা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হবে। সিরিজভিত্তিক ডিপার্টমেন্টের সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সদস্য নির্বাচিত করবেন।

৭.০ বিভিন্ন পরিষদ/কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

৭.১ সাধারণ পরিষদ :

সংগঠনের সকল সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সংগঠনের যে-কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকবে। বৎসরে সাধারণ পরিষদের অন্ততপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার যে-কোন সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৭.২ উপদেষ্টা পরিষদ :

উপদেষ্টা পরিষদ নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদানসহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের অনুরোধে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিবেন। এই পরিষদ বিশেষতঃ রিওসা'র অলঙ্কার হিসেবে কাজ করবে।

৭.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ :

৭.৩.১ দুইটি সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এই

সংগঠনের কল্যানে সকল ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।

৭.৩.২ কাজের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্রের সাথে সংগতি রেখে উপবিধি (By Laws) প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করতে পারবে। তবে ঐ উপবিধি অবশ্যই পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। সাধারণ সভা কর্তৃক কোন উপ-ধারা অনুমোদিত না হলে তার প্রয়োগ তাৎক্ষণিকভাবে রহিত বলে গণ্য হবে। তবে ইতিপূর্বে প্রয়োগকৃত কার্যসমুহ বৈধ বলে গণ্য হবে।

৭.৩.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সভাপতির পরামর্শে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করবে।

৭.৩.৪ ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহন ও তা বাস্তবায়ন করবে।

৭.৩.৫ সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

৭.৩.৬ প্রয়োজনে বিভিন্ন উপ-পরিষদ, টাস্ক ফোর্স গঠন করতে পারবে।

৭.৩.৭ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

৭.৪ শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদ :

৭.৪.১ রিওসা'র গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে শাখা পরিষদ সংগঠনের সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পরামর্শমত কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদ এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে কাজ করবে। সংগঠনের সকল ব্যাপারে শাখা পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ কাজ করবে।

৭.৫ প্রতিনিধি পরিষদ :

সকল সিরিজের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের অংশগ্রহণমূলক মতামতের প্রতিফলন ঘটানো; যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে রিওসা'র কর্মকাণ্ডকে বেগবান করা।

৮.০ বিভিন্ন পরিষদ / কমিটির সভা :

৮.১ সাধারণ সভা :

৮.১.১ প্রতি বছর নূন্যতম একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। নূন্যতম ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সাথে আলোচনা করে এই সভা আহ্বান করবেন।

৮.১.২ সাধারণ পরিষদের সভা সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের সাধারণ সভা বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদে দ্বিতীয় বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাকে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা বলা হবে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রিওসা'র বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকালের দ্বিতীয় বছরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বলা যাবে। বিশেষ অবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পরবর্তী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যে-কোন দিন আয়োজন করা হবে। তবে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদককে বিলম্বের কারণ উল্লেখ করতে হবে। যে-কোন বিষয়ে বিধিসম্মতভাবে সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

৮.১.৩ বার্ষিক সম্মেলনের আলোচ্যসুচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

৮.৩.১.১ সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ও তার উপর আলোচনা।

৮.৩.১.২ পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের বাজেট পেশ, তার উপর আলোচনা ও অনুমোদন।

৮.৩.১.৩ সংগঠনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব।

৮.১.৪ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আলোচ্যসুচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

৮.১.৪.১ সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ও তার উপর আলোচনা।

৮.১.৪.২ পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের বাজেট পেশ, তার উপর আলোচনা ও অনুমোদন।

৮.১.৪.৩ সংগঠনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব।

৮.১.৪.৪ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা।

৮.১.৫ নূন্যতম ৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ সভার কোরাম নির্ধারিত হবে। কোন সভার কোরাম না হলে ঐ সভা পুনরায় আহ্বান করা হবে এবং তখন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

৮.১.৬ সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে জরুরী অবস্থায় সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৮.১.৭ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন বোধে যে-কোন সময় সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবে।

৮.২ উপদেষ্টা পরিষদের সভা :

সাধারণ পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরোধে উপদেষ্টা পরিষদ সভায় মিলিত হবেন। এই সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না। নূন্যতম ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে।

৮.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা :

৮.৩.১ প্রতি দুই মাসে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নূন্যতম একটি সভা হবে।

৮.৩.২ সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহ্বান করবেন। সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করবেন।

৮.৩.৩ সাধারণভাবে ৭ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা যাবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ৪৮ ঘন্টার নোটিশে এই পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে।

৮.৩.৪ নূন্যতম ১২ (বার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম নির্ধারিত হবে।

৮.৩.৫ অনুচ্ছেদ ৮.৩.১ এ বর্ণিত সভা ছাড়াও প্রয়োজন মত বিভিন্ন সময়ে সভা আহ্বান করা যাবে। সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করবেন।

৮.৪ শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদের সভা :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। নূন্যতম তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম নির্ধারিত হবে।

৮.৫ প্রতিনিধি পরিষদের সভা :

প্রতি বছর প্রতিনিধি পরিষদের নূন্যতম দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোন কারণে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হতে না পারলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় তার কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

৯.০ বিভিন্ন পরিষদের মেয়াদ কাল :

৯.১ সাধারণ পরিষদ :

সাধারণ পরিষদের কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকবে না। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ স্থায়ী থাকবে।

৯.২ উপদেষ্টা পরিষদ :

এই পরিষদের/কমিটির কার্যকাল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৯.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ :

এই পরিষদের কার্যকাল দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দিন হতে পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে।

৯.৪ শাখা / বৈদেশিক শাখা পরিষদ :

এই পরিষদের কার্যকাল দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দিন হতে পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে।

৯.৫ প্রতিনিধি পরিষদ :

এই পরিষদের কার্যকাল দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দিন হতে পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে।

৯.৬ নির্বাচন কমিশন :

নির্বাচন কমিশন গঠনের পর হতে পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন করা পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় কমিশন কার্যকর থাকবে।

১০.০ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

১০.১ সভাপতি :

সভাপতি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন সভায় কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি তা ভোটের মাধ্যমে অধিকাংশের মতানুযায়ী নিষ্পত্তি করবেন। যদি ভোট সমান সংখ্যক হয় তবে সভাপতির রায়-ই ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে। তিনি গঠনতান্ত্রিক প্রশ্নে মতবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায় দিবেন।

১০.২ সহ-সভাপতি :

সহ-সভাপতি, সভাপতিকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম সহ-সভাপতি (সিরিজের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৩ সাধারণ সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যনির্বাহী প্রধান। পরিষদের সকল কাজে তিনি সভাপতিকে সাহায্য করবেন। সমধর্মী ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর। সংগঠনের পক্ষে পত্রালাপ তাঁর স্বাক্ষরে হবে। সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। তিনি মাঝে মাঝে (বৎসরে অন্তত চারবার) আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করবেন। বিভিন্ন সভায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী

পরিষদের কার্যবিবরণী তিনিই পরিবেশন করবেন। জরুরী অবস্থায় সভাপতির সাথে আলোচনা করে সংগঠনের স্বার্থে তিনি যে-কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবেন। তবে পরবর্তী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হতে হবে। তিনি বিভাগীয় সম্পাদকদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন ব্যর্থতার জন্য সামগ্রিকভাবে পরিষদ এবং যৌথভাবে সাধারণ সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদক দায়ী থাকবেন। তিনি সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের বর্ণিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৪ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম সাধারণ সম্পাদক (সিরিজের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে) অথবা নির্বাহী পরিষদের যে-কোন সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ত পালন করবেন।

১০.৫ অর্থ সম্পাদক :

সংগঠনের জন্য সংগৃহীত অর্থ, অর্থ সম্পাদক সংগঠনের নামে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখবেন। সংগঠনের আর্থিক অবস্থার দিকে সর্বদা সজাগ থাকা, আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিটি সভায় সংগঠনের আর্থিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট দেয়া তাঁর দায়িত্ব। কোন কারণে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল / অকার্যকর বলে ঘোষিত হলে নতুন অর্থ সম্পাদক দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থ সম্পাদক উক্ত পদে বহাল থাকবেন।

১০.৬ সাংগঠনিক সম্পাদক :

সাংগঠনিক বিষয় সংক্রান্ত অর্পিত স্ব-স্ব দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যাস্ত থাকবে। সদস্য সংগ্রহ, নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ, শাখা পরিষদগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি তাঁদের দায়িত্ব। এ ছাড়াও গঠনতন্ত্রে অন্যত্র বর্ণিত বা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

১০.৭ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের সকল প্রচার কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করবেন। সাময়িকী, নিয়মিত-অনিয়মিত পত্রিকা বা বুলেটিন প্রকাশনা ও সম্পাদনা এবং সেজন্য লেখা সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব। এতদব্যাতীত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত জনসংযোগ সংক্রান্ত দায়িত্বও তিনি পালন করবেন।

১০.৮ দপ্তর সম্পাদক :

দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন, সংগঠনের অফিস পরিচালনা করা এবং সকল সভার ধারাবিবরণী লেখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব।

১০.৯ সাংস্কৃতিক সম্পাদক :

রিওসা সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা তাঁর দায়িত্ব। সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করবেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

১০.১০ শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক :

রুয়েট সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করে উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা তাঁর দায়িত্ব। এ জন্য সময়ে সময়ে কারিগরি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করা তাঁর দায়িত্ব।

১০.১১ সমাজকল্যাণ সম্পাদক :

রিওসা সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে আর্থিক, মানবিক, কল্যাণধর্মী সকল ধরনের সহায়তা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহন করা তাঁর দায়িত্ব। এ ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন, জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় রিওসা সদস্যসহ দেশবাসীর পাশে থেকে করণীয় সম্পর্কে তিনি উদ্যোগ নেবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করবেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

১০.১২ সদস্য :

সদস্যগণের কোন বিভাগীয় দায়িত্ব থাকবে না। তবে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরাও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমপরিমাণ দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.০ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

১১.১ শাখা পরিষদের চেয়ারম্যান নীতি ও গঠনতান্ত্রিক বিষয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতার কেবলমাত্র ঐ শাখা পরিষদে প্রয়োগ করবেন। তিনি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

১১.২ শাখা পরিষদের সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবলমাত্র শাখা পরিষদে প্রয়োগ করবেন। তিনি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

১১.৩ শাখা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে বর্ণিত সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যের অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবলমাত্র শাখা পরিষদে প্রয়োগ করবেন।

১১.৪ বৈদেশিক শাখা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা শাখা পরিষদের অনুরূপ।

১২.০ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল ও কো-অপশন :

১২.১ মৃত্যুজনিত কারণে অথবা গঠনতন্ত্রের ধারা ৫.৬ এবং ৫.৭ এর প্রয়োগের ফলে সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল হবার কারণে সদস্য তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ হারাবেন।

১২.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে পূর্বে অবহিত না করে কোন সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে তাঁকে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করলে অতঃপর দুটি সভা অর্থাৎ সর্বমোট পর পর পাঁচটি মাসিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ তাঁর সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করবে।

১২.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বা একাধিক পদ শূন্য থাকলে বা হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ পদগুলো কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করবে।

১৩.০ তহবিল গঠন :

নিম্নবর্ণিত উৎস হতে তহবিল গঠন করা যাবে :

সদস্য চাঁদা।

সদস্য অনুদান।

অনুদান সংগ্রহ।

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অন্য যে-কোন ভাবে।

১৪.০ তহবিল পরিচালনা :

যে-কোন অর্থ লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তহবিল পরিচালনার জন্য ঢাকা'র যে-কোন শিডিউল ব্যাংকে সঞ্চয়ী/চলতি/ফিক্সড ডিপোজিট হিসাব খোলা হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এই তিন জনের মধ্যে যে-কোন দুজনের (অর্থ সম্পাদক ও অন্য যে-কোন একজন যা সভাপতির সিদ্ধান্তে হবে) যৌথ স্বাক্ষরে এই ব্যংক তহবিল পরিচালিত হবে।

১৫.০ তহবিল খরচ :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের তহবিল খরচ :

১৫.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহনের এক মাসের মধ্যে সম্ভাব্য বার্ষিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগীয় এবং শাখা পরিষদের (বিভিন্ন বিভাগীয় এবং শাখা পরিষদের বাজেটের প্রেক্ষিতে) খরচের জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন।

১৫.২ বিভাগীয় সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাঁর বিভাগের ব্যয় সম্পাদন করতে পারবেন।

১৫.৩ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কেউ কোন টাকা গ্রহন বা ব্যয় করতে পারবেন না।

১৫.৪ যে-কোন অনুষ্ঠান বা কাজের জন্য ব্যয়ের হিসাব ঐ অনুষ্ঠানের পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।

১৬.০ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের তহবিল খরচ :

১৬.১ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদ দায়িত্ব গ্রহনের এক মাসের মধ্যে সম্ভাব্য

বার্ষিক খরচের একটি বাজেট প্রণয়ন করবে। এই বাজেট শাখা পরিষদের অনুমোদনক্রমে ১৫ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন কারনে অসমর্থ হলে শাখা পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থ নিজ উদ্যোগে সংস্থান করবে।

১৬.৩ সম্পাদক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখবেন।

১৬.৪ চেয়ারম্যান এবং সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যংক হিসাব পরিচালিত হবে।

১৭.০ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা :

১৭.১ অর্থ সম্পাদক সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব এমনভাবে রাখবেন যেন তা হিসাব পরীক্ষা এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন যোগ্য হয়।

১৭.২ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত সকল হিসাব পরীক্ষার জন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যকে পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিনি হিসাব পরীক্ষার পর এই পরিষদে প্রস্তাবনা পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অতঃপর ঐ পরীক্ষিত হিসাব সংগঠনের চুড়ান্ত হিসাব বলে গণ্য করা হবে।

১৭.৩ অর্থ সম্পাদক বার্ষিক সম্মেলনে পরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন। এই সংক্রান্ত যে-কোন আলোচনা বা অনুসন্ধানের ব্যাখ্যা অর্থ সম্পাদক কিংবা ব্যয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি প্রদান করবেন।

১৮.০ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও পরীক্ষা :

১৮.১ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের তহবিল সংক্রান্ত সকল হিসাব পরীক্ষার জন্য শাখা পরিষদ একজন সদস্যকে পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিনি হিসাব পরীক্ষার পর এই শাখা পরিষদে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করবেন। শাখা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অতঃপর ঐ পরীক্ষিত হিসাব শাখা পরিষদের চূড়ান্ত হিসাব বলে গণ্য করা হবে।

১৮.২ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের পরীক্ষিত হিসাব ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.০ নির্বাচন :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন :

১৯.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন প্রতি দুই বৎসর অন্তর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের নূন্যতম সাত দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সমাধা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার নূন্যতম ৪৫ দিন পূর্বেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ৪ (চার) জন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং অফিসার মনোনীত করবেন।

১৯.২ দায়িত্ব গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংগঠনের সভাপতির সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট চুড়ান্ত ভোটার তালিকা হস্তান্তর করবেন।

১৯.৩ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের ৭ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পত্র জমা দান, বাছাই ও মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারসহ ভোটের নির্দিষ্ট স্থান ও সময় সম্বলিত নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করবেন এবং প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

১৯.৪ নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন গ্রহন, বাছাই এবং প্রত্যাহার ইত্যাদি সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

১৯.৫ প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে-সব পদে একাধিক প্রার্থী থাকবে সেগুলোর জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। ব্যালটসমূহ নির্বাচনের অন্ততঃ ৩ (তিন) দিন পূর্বে ঢাকা'র বাইরের শাখা পরিষদগুলোর নিকট প্রেরণ করতে হবে। নির্বাচন গোপন ব্যালটে ভোট প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

১৯.৬ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সকল ভোট কেন্দ্রে একই দিনে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

১৯.৭ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পরপরই ভোট গণনার ব্যবস্থা করবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর সম্বলিত ভোটের

ফলাফল ও সমস্ত কাগজপত্র অনতিবিলম্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট এমনভাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন যাতে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের শুরুর অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ভোটের ফলাফল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হস্তগত হয়।

১৯.৮ প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্মেলন শুরুর একদিন পূর্বে সংগঠনের সভাপতির নিকট নির্বাচনের ফলাফল হস্তান্তর করবেন।

১৯.৯ বিধি ৫ অনুযায়ী সদস্যগণ নির্বাচনী বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ বৎসরের চাঁদাসহ বকেয়া চাঁদা পরিশোধ থাকলে ভোটার হতে পারবেন।

১৯.১০ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটারদের সরাসরি ভোটে সকল পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯.১১ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

১৯.১২ নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ কোন নির্বাহী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

১৯.১৩ কোন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন না।

২০.০ শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের নির্বাচন :

২০.১ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সময় ০১(এক) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

২০.২ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে শাখা ও বৈদেশিক শাখা পরিষদ একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন এবং ১০ দিন পূর্বে তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদেকে অবহিত করবেন।

২০.৩ নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুসারে স্থানীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

২০.৪ যে-সকল পদে একাধিক প্রার্থী থাকবে সেই পদগুলোর নিযুক্তি গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে হবে। নির্বাচন পরিচালক পূর্বাহ্নেই গোপন ব্যালটে ভোটের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখবেন এবং নির্বাচনের দিনেই ভোট গণনার পর ফলাফল ঘোষণা করবেন।

২০.৫ শাখা পরিষদের সাধারণ সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ও শাখা পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করবেন।

২০.৬ নির্বাচন পরিচালক সব কাজে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরামর্শ গ্রহন করবেন।

২০.৭ বৈদেশিক শাখা পরিষদের নির্বাচন শাখা পরিষদের নির্বাচনের অনুরূপ পরিচালিত হবে।

২১.০ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন :

২১.১ গঠনতন্ত্রের সংশোধন সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যসের সমর্থনে অনুমোদিত হবে।

২১.২ প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্রের সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা যাবে।

২১.৩ কোন সদস্য কর্তৃক যে-কোন সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপনের জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নূন্যতম ৪৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে হবে, অন্যথায় তা সাধারণ সভায় উত্থাপন করা যাবে না।

২১.৪ গঠনতন্ত্র সংশোধন অনুমোদিত হলে তা তাৎক্ষণিক ভাবে কার্যকর বলে গণ্য হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ সভা গঠনতন্ত্র সংশোধনী কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

২১.৫ নির্বাহী পরিষদ নিজ উদ্যোগে যে-কোন সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে পারবে।

উপ-বিধি (Bye-Laws)

১. চাঁদা

১.১ সদস্যভুক্তি ফি'জ : ধারা ৫.২.১ অথবা ৫.২.২ অনুযায়ী ফরম পূরণ করে ২০০ (দুইশত) টাকা ও কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের চাঁদা প্রদান করে সদস্য হওয়া যাবে।

১.২ বার্ষিক চাঁদা : প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি ক্যালেন্ডার বৎসরের জন্য ৩০০ (তিনশত) টাকা ঐ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

১.৩ বিলম্ব ফি'জ : বার্ষিক ৫০.০০ টাকা বিলম্ব ফি নির্ধারণ করা হলো।

১.৪ সদস্যপদ নবায়ন : সময়মত বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করা না হলে বার্ষিক ৫০ টাকা বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে সদস্যপদ নবায়ন করা যাবে।

১.৫ আজীবন সদস্য চাঁদা : এককালীন ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা পরিশোধ করে আজীবন সদস্য হওয়া যাবে।

১.৬ সকলপ্রকার চাঁদা অফেরতযোগ্য।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের যোগ্যতা :

২.১ সভাপতি পদপ্রার্থীর বয়স, নির্বাচনী বছরের ৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে নূন্যতম ৫৫ বছর হতে হবে।

২.২ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীর বয়স, নির্বাচনী বছরের ৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে নূন্যতম ৪০ বছর হতে হবে।

২.৩ অন্যান্য পদের জন্য কোন বয়স-সীমা থাকবে না।